GLIMPSES *of* SURVEY OPERATIONS

HOUSEHOLD INCOME AND EXPENDITURE SURVEY

HIES 2022

BANGLADESH BUREAU OF STATISTICS (BBS)
STATISTICS AND INFORMATICS DIVISION (SID)
MINISTRY OF PLANNING

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিসংখ্যান ভবন

হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES) ২০২২ এর আবাসিক প্রশিক্ষন কার্যক্রম, ব্র্যাক সিডিএম, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর (০৪-২৪ ডিসেম্বর ২০২১)

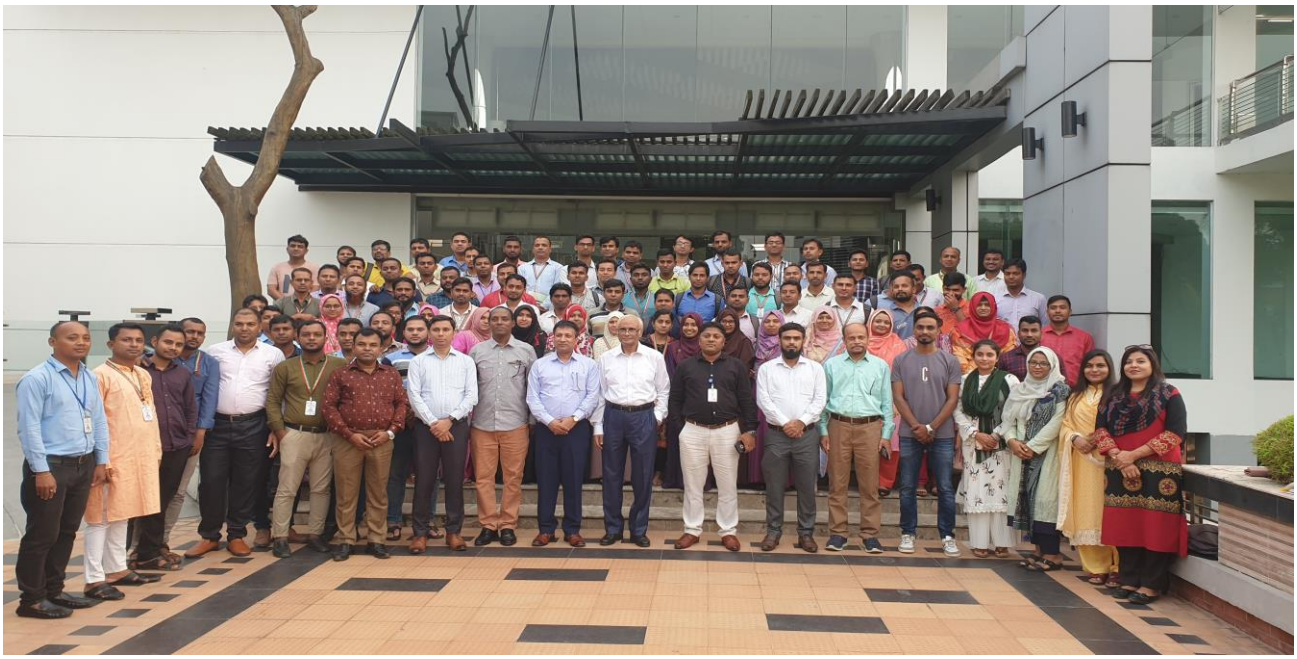

ব্র্যাক সিডিএম, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর

ইনুমারেটর কাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটরগণের রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ (২৮-৩০ আগষ্ট, ২০২২) বিষয়ে আলোচনা

ব্র্যাক সিডিএম, রাজেন্দ্রপুর গাজীপুর।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ(১৬ ডিসেম্বর ২০২১), ব্র্যাক
সিডিএম, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর

ইনুমারেটর কাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটরগণের ২০ দিন ব্যপী HIES ২০২২ এর প্রশিক্ষন কার্যক্রম এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে ক্রেস্ট বিতরণ করছেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি (২৪ ডিসেম্বর ২০২১)।

ব্র্যাক সিডিএম, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর

রিফ্রেশার প্রশিক্ষন শেষে পরবর্তী টার্মের জন্য টিম গঠন

ব্র্যাক সিডিএম, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর (৩০ আগষ্ট ২০২২)

HIES ২০২২ এর রিফ্রেশার প্রশিক্ষন কার্যক্রম এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মো: মতিয়ার রহমান।

HIES ২০২২ এর রিফ্রেশার প্রশিক্ষন কার্যক্রম এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ এমপিএইচ।

HIES ২০২২ এর তথ্য সংগ্রহ কাজ পরিদর্শন ও মুল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এম. পি এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি , জনাব দিপংকর রায়, যুগ্মসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সহ আরও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ (১১ সেপ্টেম্বর ২০২২)।

HIES ২০২২ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি, জনাব দিপংকর রায়, যুগ্মসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, জনাব মোঃ এইচ এম ফিরোজ, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস, প্রকল্প পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ এমপিএইচ-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ (১৫ ডিসেম্বর ২০২২)।

HIES ২০২২ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জিইডি এর সম্মানিত সদস্য জনাব ড: মোঃ কাউসার আহাম্মদ (৩১ ডিসেম্বর ২০২২)।

সঠিক তথ্য সংগ্রহে আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তথ্য সংগ্রহকারীগন

HIES ২০২২ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ মাসুদ আলম, পরিচালক, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং, বিবিএস, ঢাকা।

HIES ২০২২ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব লিজেন শাহ নাঈম, উপপরিচালক, বিবিএস, ঢাকা।

মাঠে বসেই চলছে তথ্য সংগ্রহের কাজ

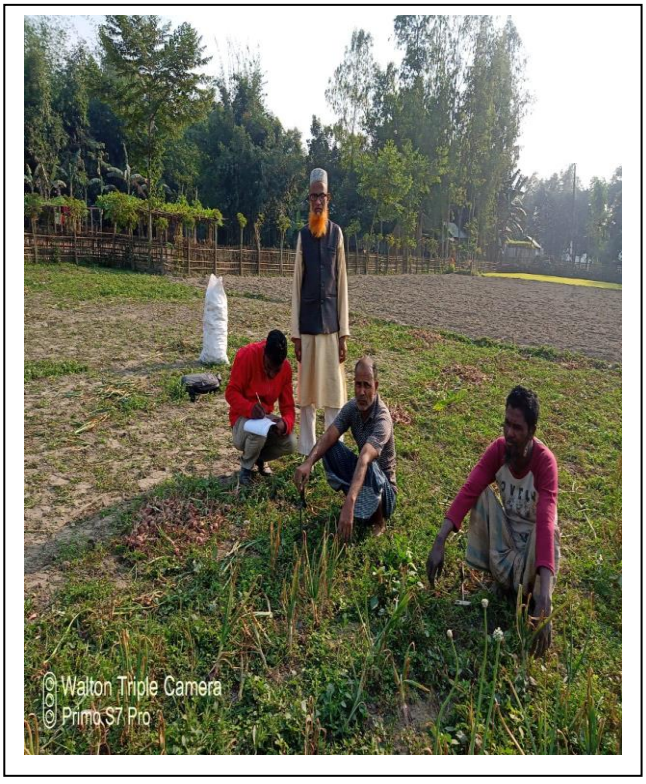

জরিপে প্রথমবারের মতো ওজন মাপক যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে ভোগকৃত দ্রব্যের সঠিক ওজন পরিমাপ করা হয়

থেমে নেই তথ্য সংগ্রহ

HIES ২০২২ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ এম পি এইচ ও জনাব সেলিম সরকার, উপপরিচালক, বিবিএস, ঢাকা।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব স্বপন কুমার, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ও ডিডিও, HIES প্রকল্প, বিবিএস, ঢাকা।

মাঠে থেকে সবসময় উৎসাহ যুগিয়েছেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি।

মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক এবং জনাব নয়ন কান্তি রায়, উপপরিচালক, বিবিএস, ঢাকা।

অবিরাম পথচলা

ইনুমারেটর কাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটরগনের সংবর্ধনা ও সনদ বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি (৭ মার্চ ২০২৩)।

অডিটরিয়াম, বিবিএস,ঢাকা।

ইনুমারেটর কাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটরগনের সংবর্ধনা ও সনদ বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মো: মতিয়ার রহমান (৭ মার্চ ২০২৩)।

অডিটরিয়াম, বিবিএস,ঢাকা।

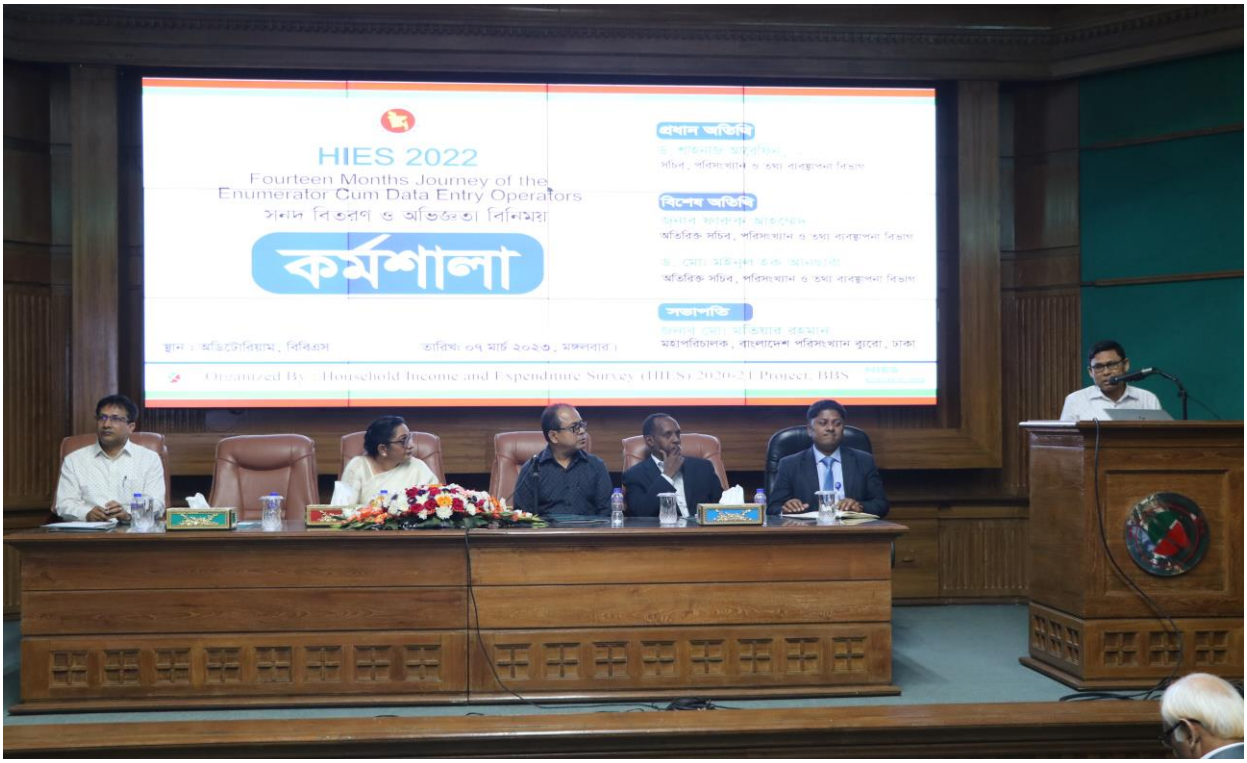

ইনুমারেটর কাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটরগনের সংবর্ধনা ও সনদ বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর সম্মানিত উপমহাপরিচালক জনাব কাজী নুরুল ইসলাম (৭ মার্চ ২০২৩)।

অডিটরিয়াম, বিবিএস,ঢাকা।

ইনুমারেটর কাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটরগনের সংবর্ধনা ও সনদ বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিকল্পনা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্মসচিব ড: দিপংকর রায় (৭ মার্চ ২০২৩)।

ইনুমারেটর কাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটরগনের সংবর্ধনা ও সনদ বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন HIES ২০২০-২১ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ এম পি এইচ (৭ মার্চ ২০২৩)।

ইনুমারেটর কাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটরগনের সংবর্ধনা ও সনদ বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিশ্বব্যাংক এর প্রতিনিধি জনাব আয়াগো ওয়াম্বেল (৭ মার্চ ২০২৩)।

সনদ বিতরন অনুষ্ঠানে ইনুমারেটর কাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটরগন তাদের অভিজ্ঞতা বর্ননা করছেন (৭ মার্চ ২০২৩)।

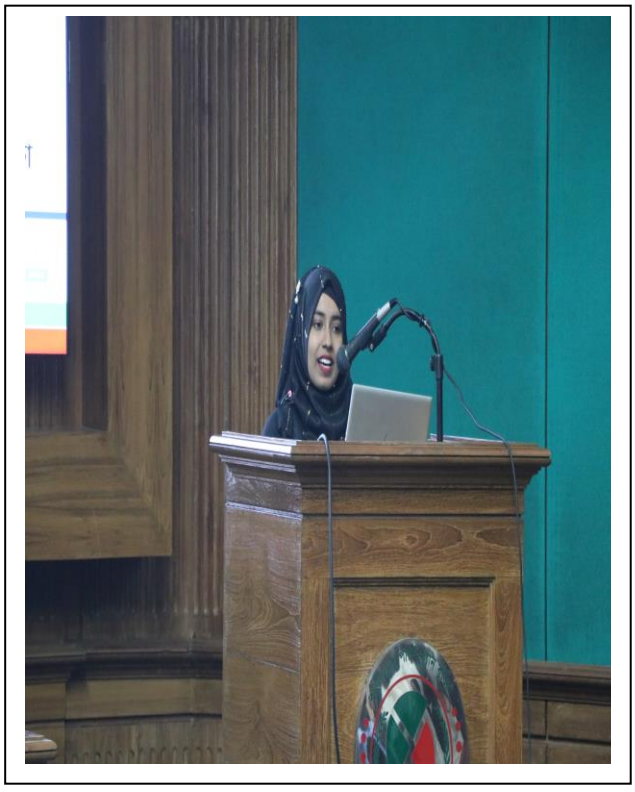

ইনুমারেটর কাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটরগনকে কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ সনদ প্রদান করছেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি (৭ মার্চ ২০২৩)।

জরিপের Key Findings প্রকাশনা অনুষ্ঠান (১২ এপ্রিল ২০২৩) ।

পত্রিকায় প্রকাশিত খবর

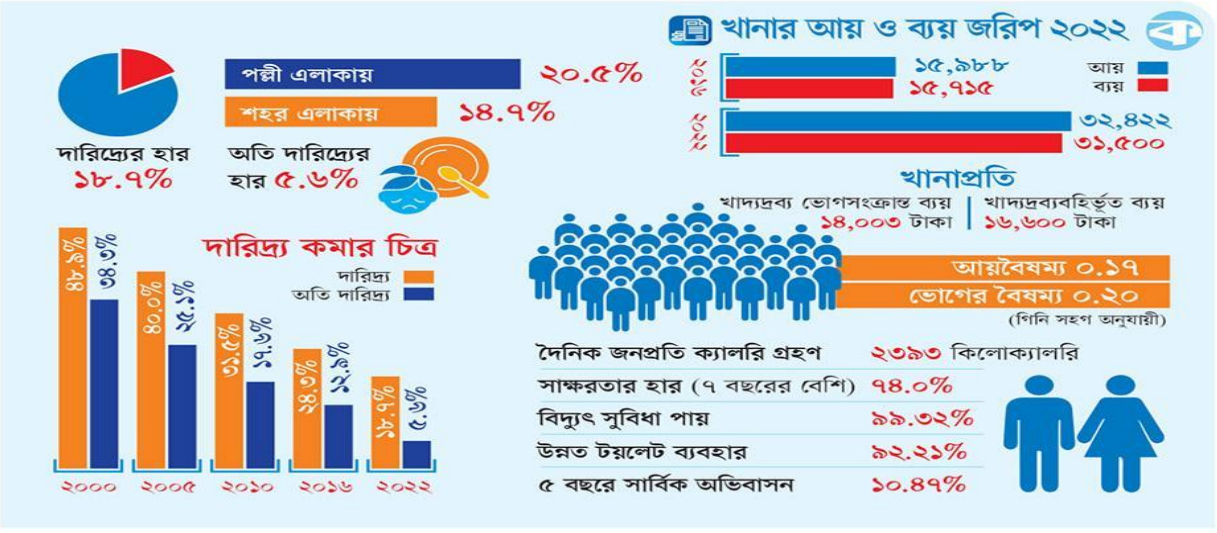

দারিদ্র্য কমেছে, ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

করোনা মহামারি পরবর্তী সময় ও রাশিয়া-ইউক্রেনের চলমান যুদ্ধের মধ্যেও দেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে। দারিদ্র্যের বর্তমান হার ১৮.৭ শতাংশ, ছয় বছর আগে যা ছিল ২৪.৩ শতাংশ। এতে ৫.৬ শতাংশ দারিদ্র্য কমেছে। তবে ছয় বছর পর দেশে প্রতি পরিবারে খরচ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) আয়োজিত 'খানার আয় ব্যয় জরিপ ২০২২'-এর প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

খানা জরিপের ফল প্রকাশ

এম এ মান্নান

> সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও পদক্ষেপের কারণে দেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে। তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে আজকের প্রতিবেদনে
>
> **এম এ মান্নান**, পরিকল্পনামন্ত্রী

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'খানার আয় ব্যয় জরিপ ২০২২'-এর প্রকল্প পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ। জরিপের মূল প্রবন্ধে বলা হয়, দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ। অতিদারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। এর আগে ২০১৬ সালে সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪.৩ শতাংশ। ওই বছর দেশে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল ১২.৯ শতাংশ। তবে ছয় বছর পর দেশে প্রতি পরিবারে খরচ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২২ সালে একটি পরিবারের মাসে গড় খরচ ছিল ৩১ হাজার ৫০০ টাকা, ২০১৬ সালে যা ছিল ১৫ হাজার ৭১৫ টাকা।

বিবিএস সারা দেশের ৭২০টি নমুনা এলাকায় এই জরিপ পরিচালনা করে। প্রতিটি নমুনা এলাকা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২০টি করে মোট ১৪ হাজার ৪০০ খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপকাজটি ২০২২ সালের ১

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ২

The Daily Star

Saiful Islam, an enumerator appointed by the BBS to conduct the HIES-2022 on homes in Daudpur union of Rupganj upazila in Narayanganj, is seen collecting data from locals. With the survey now complete, initial results will be available by the end of March this year. The picture was taken recently. PHOTO: MD ASADUZ ZAMAN

HOUSEHOLD INCOME AND EXPENDITURE SURVEY

Initial results due in March

MD ASADUZ ZAMAN

Data on poverty levels in Bangladesh will be available by the end of March this year as the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) completed its Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2022 last Friday.

The BBS, the lone government agency for compiling data, drastically reduced its household sample size to 14,400 for the latest survey, which comes a year late, compared to 46,080 previously.

The HIES is a core survey of the government, not only for its ability to measure poverty, but also for having a wide range of socioeconomic data crucial for policymaking and research.

It gives detailed statistics on household income, expenditure and consumption, standard of living, and nutritional status, among other things.

Field work for the HIES was completed between January and December.

"This year, we brought many changes and a strong monitoring system was put in place. The final report will be published in December 2023," said Mohiuddin Ahmed, project director of the HIES 2020-21.

Meanwhile, the number of food items listed in the survey has increased from 149 to 265 while that of non-food products and services has gone from 216 to 441, he added.

Regarding the change in sample size, Hossain Zillur Rahman, executive chairman of the Power and Participation Research Centre, said the BBS usually uses between 10,000 and 15,000 households for the HIES.

"Only the last survey in 2016 saw a dramatic jump in analysis," he added.

The economist then slammed the delaying of BBS data, stating that the survey should be conducted with a three-year interval.

"Following the last survey in 2016, we may get the final output at the end of 2023, when it will be too late to get the real picture," he said.

The BBS generally releases the HIES every five years.

Prof Selim Raihan, executive director of the South Asian Network on Economic Modeling, said determining the right sample size is very crucial considering the different aspects of population size and geographic locations.

The 2016 survey was planned to reflect the various aspects of the huge population. So, the question arises of whether the current sample size is a proper representation or not.

"If the sample size does not provide a proper representation, we would not say the outcome is accurate," he added.

HIES Project Director Ahmed then said the BBS has conducted 16 rounds of the survey till 2016. In each round, the sample size was intended for divisional level estimates with HIES 2016 being the only exception.

"The sample size of 2016 was designed to provide district-level estimates. So, it showed a 'big jump' in the sample size," he said.

Poverty statistics and sampling experts suggested that handling such a large sample size in a round the year survey like HIES is challenging and results in a higher level of non-sampling error.

To avoid this, the BBS decided to conduct the HIES 2022 with 14,400 households, Ahmed added.

02/01/2023 Business Pg 01

Inequality eclipses rising income, falling poverty

Mohammad Zakaria

The poverty rate in Bangladesh declined but the income inequality among the people went up slightly despite a rising per capita monthly income in 2022.

According to the latest Household Income and Expenditure Survey (HIES) of the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), the poverty rate went down by 5.6 per cent — to 18.7 per cent — in 2022 from 24.3 per cent in 2016.

In 2022, the rate in rural areas was 20.5 per cent and 14.7 per cent in urban areas, the survey said. The rates were 26.4 per cent and 18.9 per cent, respectively, in 2016.

At the same time, the extreme poverty rate also declined by 7.3 per cent to 5.6 per cent — from 12.9 per cent in 2016.

In 2022, this rate was 6.5 per cent in rural areas and 3.8 per cent in urban areas. These rates were 14.9 per cent and 7.6 per cent, respectively, in 2016.

BBS revealed the key findings of HIES 2022 at the BBS auditorium in Dhaka on Wednesday.

According to HIES, the average monthly household income in Bangladesh rose to Tk 32,422 in 2022, an increase of more than 102 per cent compared to the last survey conducted six years ago.

In 2016, the average monthly income was Tk 15,988, which was an increase from Tk 11,479 in 2010.

The average monthly household income in rural areas rose to Tk 26,163 in 2022, an 87 per cent hike from Tk 13,998 in 2016.

In the urban areas, it went up to Tk 45,757 in 2022, registering a 102 per cent rise from Tk 22,600 in 2016.

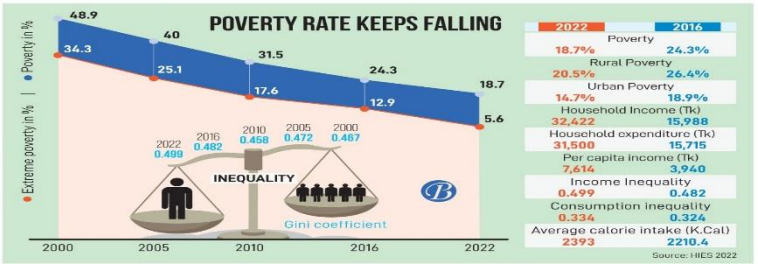

Per capita monthly income

The survey said that the per capita monthly income in the country went up to Tk 7,614 in 2022, marking a 93 per cent increase from Tk 3,940 in 2016.

The per capita monthly income in rural areas rose to Tk 6,091 in 2022, which is 86 per cent higher than Tk 3,261 in 2016.

In urban areas, it went up to Tk 10,951 in 2022, which is 90 per cent higher than Tk 5752 in 2016.

Inequality

Meanwhile, the Gini coefficient — which measures income inequality — increased to 0.499 in 2022, up from 0.482 in 2016 and 0.458 in 2010, the latest HIES said.

This means inequality has risen in the country and those at the bottom now own less than they used to.

A Gini index of 0 represents perfect equality, while an index of 1 implies perfect inequality. Consumption-related Gini coefficient was also up at 0.334 last year, an increase from 0.324 in 2016 and 0.321 in 2010, showed the data.

Monthly household expenditure

As per the HIES, the monthly household expenditure was at Tk 31,500 in 2022, a rise of more than 100.44 per cent from Tk 15,715 in 2016.

Last year, the monthly household expenditure in rural areas was Tk 26,842, which is 89.61 per cent higher than Tk 14,156 in 2016. In urban areas, it was at Tk 41,424 in 2022, registering a 110 per cent rise from Tk 19,697 in 2016.

PAGE 7 COLUMN 1

কমেছে দারিদ্র্য, বেড়েছে বৈষম্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নেয়া নানা কর্মসূচির কারণে দেশে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের হার কমেছে। গত সাত বছরের ব্যবধানে দেশে দারিদ্র্যের হার কমে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশে নেমেছে। একই সঙ্গে অতি দরিদ্রের হার নেমেছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশে। তবে দারিদ্র্যের হার কমলেও বেড়েছে মানুষের আয়ের বৈষম্য। ৫ বছর আগে আয়ের বৈষম্যের সূচক ছিল শূন্য দশমিক ৪৮২। এখন বৈষম্যের সূচক হয়েছে শূন্য দশমিক ৪৯৯।

গতকাল এক অনুষ্ঠানে এই তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএস। সারা দেশের ৭২০টি নমুনা এলাকায় এ জরিপ পরিচালিত হয়। প্রতিটি নমুনা এলাকা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২০টি করে মোট ১৪ হাজার ৪০০ খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিবিএসের জরিপ

ছয় বছরের ব্যবধানে প্রতিটি পরিবারের খরচ বেড়ে দ্বিগুণ

নতুন প্রকাশিত পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে, সর্বশেষ জরিপে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪ দশমিক ৩ আর অতিদারিদ্র্যের হার ছিল ১২ দশমিক ৯ শতাংশ।

২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল, ১৮ দশমিক ৭০ শতাংশ। অতিদারিদ্র্যের হার ৫ দশমিক ৬০ শতাংশ। ২০১৬ সালে দারিদ্র্যের হার ২৪ দশমিক ৩০ শতাংশ। অতিদারিদ্র্যের হার ১২ দশমিক ৯০ শতাংশ। ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ৩১ দশমিক ৫০ শতাংশ। অতিদারিদ্র্যের হার ১৭ দশমিক ৬০ শতাংশ। সর্বশেষ জনশুমারি অনুসারে দেশে জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার। সেই হিসেবে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা ৩ কোটি ১৭ লাখ ৫৭ হাজার। বিশ্ব ব্যাংকের সর্বশেষ

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

এই সংকটেও কমল দারিদ্র্য!

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনার পর রাশিয়া যুদ্ধের কারণে তিন বছর ধরে দেশের মানুষের বেঁচে থাকাটাই বড় প্রাপ্তি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশই অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে গত এক বছরে রেকর্ড মূল্যস্ফীতির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মানুষ। এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশে অস্থাভাবিকভাবে দারিদ্র্যের হার কমেছে বলে দাবি করছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

প্রতিষ্ঠানটির হিসেবে গত সাত বছরে দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার কমে দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। এ ছাড়া অতিদরিদ্রের হার কমে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশে। যা ২০১৬ সালে ছিল ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ। ওই বছর অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল ১২ দশমিক ৯ শতাংশ। ফলে সাত বছরের ব্যবধানে দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কমেছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ। একই সময়ে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী কমেছে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ।

সর্বশেষ জনশুমারি অনুসারে দেশে জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার। এ হিসাবে দরিদ্রের সংখ্যা ৩ কোটি ১৭ লাখ ৫৭ হাজার। এর আগে সর্বশেষ এমন জরিপ হয়েছিল ২০১৬ সালে। এরপর এ সম্পর্কিত কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি।

গতকাল বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এইচআইইএস-২০২২-এর ফলাফল প্রকাশ করে বিবিএস।

২০১৬-১৭ সালের পর দারিদ্র্যের কোনো জরিপভিত্তিক তথ্য না থাকায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়ে দারিদ্র্য বৃদ্ধির স্থিতিস্থাপকতার ওপর ভিত্তি করে কিছু দারিদ্র্যের প্রাক্কলন করা হয়েছে।

জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত সাত বছরে মানুষের আয় বেড়েছে দ্বিগুণ। সাত বছরের ব্যবধানে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বেড়েছে। দেশে বর্তমানে একটি পরিবারের মাসিক আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার ৪২২ টাকা। ২০১৬ সালে যা ছিল ১৫ হাজার ৯৮৮ টাকা। ২০১০ সালে একটি পরিবারের গড় আয় ছিল ১১ হাজার ৪৭৯ টাকা। জরিপে আয়ের পাশাপাশি খরচও দ্বিগুণ বেড়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ মুহূর্তে একটি পরিবারের মাসে গড় খরচ ৩১ হাজার ৫০০ টাকা। ২০১৬ সালে যা ছিল ১৫ হাজার ৭১৫ টাকা। ২০১০ সালে একটি পরিবারের গড় খরচ ছিল ১১ হাজার ২০০ টাকা।

বিবিএস দাবি করছে, এ সময়ের মধ্যে মানুষের খাবারের অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে। ফলে এ সময় মানুষ তার আয়ের ৪৫ দশমিক ৮ শতাংশ ব্যয় করে শুধু পরিবারের খাবারের পেছনে। বাকি ৫৪ দশমিক ২ শতাংশই ব্যয় হয় খাদ্যবহির্ভূত পণ্য কেনার জন্য।

এ প্রসঙ্গে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান দেশ রূপান্তরকে বলেন, যেহেতু বিবিএসই খানা আয়-ব্যয় জরিপের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, তাদের এ তথ্য মেনে নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়। তবে দারিদ্র্য হ্রাসের যে হার ছিল তা বিবিএসের জরিপে

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ ›

খানা আয়-ব্যয় জরিপ

	২০২২	২০১৬
দারিদ্র্য হার	১৮.৭%	২৪.৩%
অতিদারিদ্র্য	৫.৬%	১২.৯%
মাসে গড় আয়	৩২,৪২২/-	১৫,৯৮৮/-
মাসে গড় ব্যয়	৩১,৫০০/-	১৫,৭১৫/-
আয় বৈষম্য (বেড়েছে)	ইনকাম জিনি ০.৪৯৯	ইনকাম জিনি ০.৪৫৮
বছরের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ	৭০,৫০৬/-	৩৭,৭৪৩/-
বছরে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা	২১.৩০%	১৫.০৯%

দেশ রূপান্তর সূত্র : বিবিএস

দেশে সোয়া ৩ কোটির বেশি মানুষ দরিদ্র

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দেশে দারিদ্র্যের হার কমলেও গ্রামে দরিদ্রের হার বেশি। এই হার দারিদ্র্যের ১৮.৭ শতাংশ, যা ২০১৬ সালের জরিপ অনুযায়ী অফিসিয়াল দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪.৩ শতাংশ বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-বিবিএস। জরিপ বলছে, দেশে বর্তমানে (২০২২) একটি পরিবারের মাসে গড় খরচ ৩১ হাজার ৫০০ টাকা। ২০১৬ সালে যা ছিল ১৫ হাজার ৭১৫ টাকা। ফলে ৬ বছরের ব্যবধানে খরচ বেড়েছে দ্বিগুণ।

▶ অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ

▶ ৬ বছরে পরিবারের খরচ দ্বিগুণ বৃদ্ধি

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নেয়া নানা কর্মসূচির কারণে দেশে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের হার কমেছে।

গতকাল আগারগাঁওস্থ বিবিএস অডিটোরিয়ামে খানা আয় ও ব্যয় জরিপের তথ্য প্রকাশের সময় এসব তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদন তুলে ধরেন, প্রকল্প পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, সচিব ড. শাহনাজ আরেফিন, সদস্য জিইডি ড. মো: কাউছার আহমেদ, ডিজি বিবিএস মো: মতিউর রহমান প্রমুখ।

বিবিএসের জরিপে বলা হয়, ২০২২ সালে দেশে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ, যা পল্লীতে ২০.৫ শতাংশ ও ১৪.৭ শতাংশ শহরে। অন্য দিকে অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ, যা পল্লী এলাকায় ■ **২য় পৃ: ১-এর কলামে**

50 Years Journey of HES/HIES In Bangladesh

HIES Bangladesh Household Income and Expenditure Survey

খানার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২

BANGLADESH BUREAU OF STATISTICS (BBS)
STATISTICS AND INFORMATICS DIVISION (SID)
MINISTRY OF PLANNING

WORLD BANK GROUP

www.bbs.gov.bd